সংবাদ

তারিখ 11 JUN 2012
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যত অনিয়ম-২

উপাচার্য নিয়োগে আইন লঙ্ঘনের প্রতিযোগিতা

রাকিব উদ্দিন

বিএনপিপন্থি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. এমাজউদ্দিন আহমেদ প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে অবৈধভাবে ইউনিভার্সিটি অফ ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভের (ইউওডা) উপাচার্যের পদে বহাল আছেন। প্রফেসর ড. আলিমুল্লাহ মিয়া ১৯৯৩ সাল থেকে প্রায় ১৮ বছর ধরে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজির (আইইউবিএটি) উপাচার্যের পদে আছেন। তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির (এপিইউবি) মহাসচিবও।

ইউওডায় স্বঘোষিত উপাচার্য : ইউজিসি সূত্র জানায়, চ্যান্সেলর অনুমোদিত ইউনিভার্সিটি অফ ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভের সর্বশেষ উপাচার্য ছিলেন বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. এমাজউদ্দিন আহমেদ। ২০০৯ সালের ৮ অক্টোবর তার চার বছরের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তিনি পদ ছাড়েননি। সরকারও ওই বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টি বোর্ডের প্রস্তাব অনুযায়ী এমাজউদ্দিনের আবার নিয়োগ অনুমোদন করেনি। ফলে অবৈধভাবেই তিনি উপাচার্যের পদে বহাল আছেন।

জানা যায়, নিয়মানুযায়ী উপাচার্য নির্বাচনের জন্য কমপক্ষে তিনজন প্রস্তাবিত ব্যক্তির নাম চ্যান্সেলরের কাছে পাঠাতে হয়। চ্যান্সেলর এর যে কোন একজনকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেন। কিন্তু ইউওডা কর্তৃপক্ষ চ্যান্সেলরের কাছে কেবল এমাজউদ্দিন আহমেদের নামই প্রস্তাব করে পাঠায়। এতে করে প্রস্তাবটি চ্যান্সেলরের কাছে যাওয়ার আগেই ফাইল আটকে যায়। অন্যদিকে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজিতে (আইইউবিএটি) প্রফেসর আলিমুল্লাহ মিয়াকে উপাচার্য নিয়োগের জন্য একজনের নামেই প্রস্তাব পাঠানো হয়। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী ৩ জনের নামে প্রস্তাব পাঠানোর কথা।

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে আইইউবিএটি'র উপাচার্য প্রফেসর ড. আলিমুল্লাহ মিয়ার সঙ্গে সেলফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি ফোন ধরেননি।

উপরোক্ত দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে

উপাচার্য : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

উপাচার্য : নিয়োগে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. একে আজাদ চৌধুরী কোন মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন।

তবে এ বিষয়ে এপিইউবির চেয়ারম্যান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সিএম শফি সামী সংবাদকে বলেছেন, 'কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগে অনিয়ম হলে, তার বিরুদ্ধে ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এতে সমিতির কোন আপত্তি থাকবে না'।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কর্মকর্তারা জানান, উপাচার্য নিয়োগে আইনের তোয়াক্কা করছেন না বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকরা। যখন যাকে খুশি উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে এবং দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হচ্ছে। আবার কেউ কেউ আইনের ফাঁক-ফোকরের সুযোগ নিয়ে উপাচার্যের পদেই এক যুগ থেকে দেড় যুগ সময় পার করছেন।

এ ছাড়া চ্যান্সেলর (রাষ্ট্রপতি) অনুমোদিত উপাচার্য ছাড়াই কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকাল থেকে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের নামে সনদ দিয়ে আসছে শিক্ষার্থীদের। আবার বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক বিভক্ত হয়ে নিজ নিজ ক্যাম্পাসে উপাচার্য বসিয়ে সনদ বাণিজ্য করছে। এমনকি নামি দামি বিশ্ববিদ্যালয়েও উপাচার্য নিয়োগে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০' উপেক্ষা করে চলছেন।

আইনে যা আছে : 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০' এর ৩১ (১) ধারায় বলা আছে, 'চ্যান্সেলর (রাষ্ট্রপতি) কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ কর্তৃক প্রস্তাবিত কোন ব্যক্তিকে চার বছরের জন্য ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করবেন'। সে অনুযায়ী বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ উপযুক্ত তিনজন ব্যক্তির নাম চ্যান্সেলরে কার্যালয়ে পাঠাবে এবং চ্যান্সেলর এর মধ্য থেকে একজনকে উপাচার্য নিয়োগ দেন। কিন্তু একজন ব্যক্তি কয় মেয়াদে উপাচার্য পদে নিয়োগ পেতে পারেন সে বিষয়ে আইনে স্পষ্ট কিছু উল্লেখ নেই। এ সুযোগে অনেকেই এক থেকে দেড় যুগেরও বেশি সময় ধরে উপাচার্যের পদে বহাল থাকছেন। এতে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে কায়েম হচ্ছে স্বেচ্ছাচারিতা ও অভ্যন্তরীণ বিরোধ।

উপাচার্য নিয়োগে যত অনিয়ম : শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের উপাচার্য প্রফেসর ড. আবুল হাসান মো. সাদেক ১৯৯৬ সাল থেকে টানা চার মেয়াদে একই পদে বহাল ছিলেন। সম্প্রতি তাকে জোরপূর্বক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন তারই ভাই হারুন মিয়া। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য পৃথক একটি ট্রাস্টি বোর্ডও গঠন করেছেন। গ্রিন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর চার বছর মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সম্প্রতি তাকে নিয়মবহির্ভূতভাবে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ করেছেন। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হাফিজ জিএ সিদ্দিকীকেও অবৈধভাবে চার মাসের ছুটিতে পাঠিয়ে একজন ভারপ্রাপ্ত বসিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। পরে সরকারের চাপে হাফিজ জিএ সিদ্দিকীকে পুনর্বহাল করতে বাধ্য হয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

ইউল্যাবেও প্রশ্নবিদ্ধ উপাচার্য : এবার ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টসেও (ইউল্যাব) প্রশ্নবিদ্ধ প্রক্রিয়ায় উপাচার্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে প্রফেসর ইমরান রহমানকে। চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে ২২ মে তার নিয়োগ কার্যকর করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছে। কারণ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ এর ৩১-এর (৩) উপধারায় বলা আছে, 'উপাচার্য পদে নিয়োগের জন্য প্রথমশ্রেণী বা সমমানের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা পিএইচডি ডিগ্রি এবং কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপক্ষে ১০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসহ গবেষণা বা প্রশাসনিক কাজে মোট ২০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে'। কিন্তু প্রফেসর ইমরান রহমানের পিএইচডি ডিগ্রি এবং সব বিষয়ে প্রথমশ্রেণী নেই। তাছাড়া তার নামের সঙ্গে চ্যান্সেলরের কার্যালয়ে আরও যে দু'জনের নাম পাঠানো হয়েছিল তাদের পিএইচডি ডিগ্রি ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগের এক প্রভাবশালী নেতার মেয়ের জামাতা হওয়াই ইমরান রহমানকেই উপাচার্য পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

ইবাইসে অবৈধ উপাচার্য : ইউজিসি সূত্র জানায়, ইবাইস ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন জাকারিয়া লিংকন এবং উপাচার্য ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক রেজাউর রহমান। কিন্তু গত বছরের শেষের দিকে তাদের জোরপূর্বক সরিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি নিয়ন্ত্রণে নেয় জাকারিয়া লিংকনের ভাই কাওসার হোসেন এবং পার্টনার গ্রুপের চেয়ারম্যান এবিএ হাসেমের ছেলে সাখাওয়াত আজিজ রাসেল। তারাই আলাদা ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেনকে। তবে এখন উভয়পক্ষ দ্বন্দ্ব নিরসনে ঐক্যমতো পৌঁছার চেষ্টা করছে বলে জানা গেছে।

এ ছাড়া ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইম ইউনিভার্সিটি, দি পিপলস ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশসহ বেশ কয়েকটি বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে পরিচালিত হচ্ছে অবৈধভাবে নিয়োগ পাওয়া উপাচার্য দিয়ে। কিন্তু গত তিন বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি এ বিষয়ে কোন কার্যকর উদ্যোগ নিতে পারেনি।